ধানের খোল পোড়া রোগ দমনে কৃষকের করনীয়

ধানের ছত্রাক জনিত রোগের মধ্যে খোলপোড়া একটি মূখ্য রোগ। রোগ সংবেদনশীল জাত হলে সর্বোচ্চ শতকরা ৫০% ভাগ ফসল নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এই রোগের কোন প্রতিরোধী জাত এখন পর্যন্ত উদ্ভাবিত হয়নি। সাধারনতঃ আমন মৌসুমে অনুকূল পরিবেশে একইসাথে রোগ প্রবন জাত ও রোগের বাহকের সংমিশ্রন হলে এই রোগ ব্যাপক আকার ধারন করতে পারে।

রোগের বাহক ও অনুকূল পরিবেশ

অণুজীবযুক্ত (স্ক্লেরোসিয়াযুক্ত) মাটি, পানি, ছত্রাক গুটি এবং রোগাক্রান্ত খড় ও নাড়া থেকে এই রোগ ছড়াতে পারে। সাধারনতঃ আমন মৌসুমে অনুকূল পরিবেশে একইসাথে রোগ প্রবন জাত ও রোগের বাহকের সংমিশ্রন হলে এই রোগ ব্যাপক আকার ধারন করতে পারে। সাধারনতঃ মাটিতে জীবাণুর উপস্থিতিতে গরম ও সেঁৎসেঁতে আবহাওয়ায় এই রোগটি বেশি হয়। তাছাড়া, আক্রমণপ্রবণ ধানের জাত যেমনঃ স্বর্ণা, বিআর ১১ ইত্যাদি জাত আবাদের কারনেও এই রোগটি বেশি দেখা দিতে পারে। আক্রমণপ্রবন এলাকায় চারা বেশি ঘন করে লাগালেও এই রোগটি মাঠে দ্রুত ছড়াতে পারে। জমিতে মাত্রাতিরিক্ত ইউরিয়া সারের ব্যবহার খোলপোড়া রোগটি বৃদ্ধির জন্য অত্যান্ত সহায়ক।

রোগের লক্ষণ

- সাধারনত ধান গাছের সর্বোচ্চ কুশি গজানো পর্যায়ে এই রোগের ফলে প্রথমে পাতার খোলে উপবৃত্তাকার, ডিম্বাকৃতির বা অসম আকৃতির সবুজাভ পানি ভেজা দাগ দেখা যায়, পরবর্তিতে এই দাগ আরো বড় হয়।
- দাগের কেন্দ্রে ধূসর সাদা এবং প্রান্তে বাদামী রং ধারণ কওে; পরবর্তীতে উপরের দিকের দাগগুলো একত্রিত হয়ে সমস্ত খোল এবং পাতায় ছগিয়ে পড়ে। এই অবস্থায় খোল দেখতে কিছুটা গোখরা সাপের মতো মনে হয়।
- ধানের দানাপুষ্ট হওয়ার সময়ে এই রোগটি খুবই দ্রুত ছড়ায়। গাছ বেশি আক্রান্ত হলে শীষ ছোট ও দানা কম হয় এবং দানা অপুষ্ট থাকে।

খোল পোড়া রোগের প্রাথমিক অবস্থা

সর্বোচ্চ কুশি অবস্থা থেকে ধানের পাকা অবস্থা পর্যন্ত রোগের ব্যপকতা পরিবেশ ও রোগ সহনশীল মাত্রার উপর নির্ভর করে

রোগের জীবাণু ও স্কোলোরোশিয়ার ছবি

দমন ব্যবস্থাপনা

- ধানের খোলপোড়া রোগ প্রতিরোধী কোন জাত এখন পর্যন্ত উদ্ভাবিত হয়নি। তবে এই রোগ কম হয় এরুপ লম্বা জাত যেমনঃ আমন মৌসুমে ব্রি ধান৩১, ব্রি ধান৩২, ব্রি ধান৪১, ব্রি ধান৪৪ এবং রোপা আউশ মৌসুমে স্থানীয় জাতের পরিবর্তে বিআর ২৭ এবং ব্রি ধান৯৮ ইত্যাদি জাতের ধান চাষাবাদ করা যেতে পারে।
- সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ করা। অনুমোদিত মাত্রার চেয়ে বেশী ইউরিয়া সার ব্যবহার না করা।
- জমিতে রোপনের ক্ষেত্রে কিছুটা দূরে দূরে চারা রোপন করা (২০x২০ বা ২৫x২৫ সে.মি.) ও প্রতি গোছায় ২-৩ টি চারা লাগানো।
- রোগ দেখা দিলে পর্যায়ক্রমে জমিতে পানি দেয়া ও পানি শুকানো। রোগ দেখা দেয়ার সাথে সাথে বিঘা প্রতি ০৫ কেজি পটাশ সার প্রয়োগ করা।
- ধান কাটার পর এই রোগের জীবাণু আক্রান্ত খড়কুটা ও নাড়াতে এবং বিভিন্ন আগাছাতে বিকল্প পোষক হিসাবে বেঁচে থাকে। তাই আমন ধান কাটার পর ফসলের অবশিষ্টাংশ জমিতে শুকিয়ে পুড়িয়ে ফেলে এই রোগের জীবাণু ধ্বংস করা যায়। তাছাড়া, খড় কুটা পুড়ানোর ফলে যে ছাই পাওয়া যাবে তা জমিতে অতিরিক্ত পটাশ সারের যোগানদাতা হিসাবে পরবর্তি ফসলে কাজ করবে।
- অনুমোদিত ছত্রাকনাশক নির্ধারিত মাত্রায় দুই কিস্তিতে প্রয়োগ করা। রোগ গাছের উচ্চার ১/৩ অংশ পর্যন্ত পৌছালে ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

বহুল ব্যবহৃত ছত্রাকনাশকের তালিকা ও ব্যবহার মাত্রা দেয়া হলো

নং	ছত্রাকনাশকের নাম	প্রয়োগ মাত্রা গ্রাম বা মি. লি./বিঘা)	রোগ দমনের হার (%)
১	নেটিভো৭৫ ডব্লিউজি	৩৩	৮৩.৬২
২	ফলিকুর ২৫০ ইডব্লিউ	৬৭	৮১.০০
৩	এ্যাকোনাজল ২৫০ ইসি	১৩৪	৮২.০০

Citation: Bhuiyan MR, Ara A, Jahan QSA, Hossain M, Mian MS, Khan MAI, Akter S, Monsur MA, Nessa B, Hira MHR, Akter R, Dilzahan HA, Alam MS, Ansari TH, and Latif MA

প্রকাশনা ও অর্থায়নে

পার্টনার প্রকল্প (ব্রি অংগ), বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর ১৭০১। ওয়েবসাইট: www.brri.gov.bd

ফোন: ০২-৪৯২৭২০০৫-১৪ এক্স. ৩৮৯ (তথ্য সহায়তা কেন্দ্র, ব্রি); কপি সংখ্যা: ১০০০০; ব্রি প্রকাশনা নম্বর: ৪১৪; প্রকাশকাল: জুন, ২০২৪